অন্নংভট্ট প্রদত্ত প্রমার লক্ষণ

অন্নংভট্ট স্বীকৃত ২৪ প্রকার গুণের অন্যতম যে জ্ঞান বা বুদ্ধি নামক গুণ তা দু-প্রকার। স্মৃতি এবং অনুভব। অনুভব আবার যথার্থ ও অযথার্থভেদে দু-প্রকার। যদিও জ্ঞান শব্দে নৈয়ায়িকগণ স্মৃতি, অনুভব ও প্রত্যভিজ্ঞা তিনটিকে বুঝিয়েছেন। তাহলেও অনুভব ও জ্ঞান সমার্থক নয়। অনুভবের পরিধি অপেক্ষা জ্ঞানের পরিধি অনেক ব্যাপক। অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞানকে অনুভব বলেছেন। অনুভব আবার প্রত্যভিজ্ঞা থেকেও পৃথক। এইভাবে স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা থেকে পৃথক অথচ ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণজন্য যে জ্ঞান বা বোধ তাকেই অনুভব বলে। তবে প্রমাণজন্য হলেও অনুভব সর্বদাই নিঃসন্দিগ্ধ বা অবাধিত হয় না। নির্দোষ প্রমাণ হতে উৎপন্ন অনুভবই নিশ্চিত ও অবাধিত হয়। সদোষ প্রমাণ হতে উৎপন্ন অনুভব সন্দিগ্ধ বা বাধিত হয়। কাজেই অসন্দিগ্ধতা এবং অর্থ অব্যভিচারিতাই জ্ঞানের যথার্থতা। এর বিপরীত হল অযথার্থতা। তাই বলা যায় জ্ঞান বা অনুভব দু-প্রকার ঃ যথার্থ ও অযথার্থ। যথার্থ অনুভবকে প্রমা, আর অযথার্থ অনুভবকে অপ্রমা বলে।

মীমাংসাদি দর্শনে অনধিগত অবাধিত জ্ঞানকে প্রমা বলা হলেও নৈয়ায়িকগণ কিন্তু যথার্থ অনুভবকে প্রমা বলেছেন। 'তৎবতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ'। অর্থাৎ যে পদার্থটি যে ধর্মবিশিষ্ট সেই পদার্থে যদি সেই ধর্ম-বিশিষ্টের জ্ঞান হয় তাহলে তা যথার্থ অনুভব। প্রমার লক্ষণস্থিত 'তৎ' শব্দের অর্থ প্রকার এবং 'তৎবৎ' শব্দের অর্থ হল 'যাতে ঐ প্রকার আছে'। সুতরাং প্রমার লক্ষণকে এভাবে বলা যায় ঃ বিষয়টি যে ধর্ম বিশিষ্ট অনুভব যদি বিষয়টিকে সেই ধর্মবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত করে তাহলে সেই অনুভব হবে যথার্থ অনুভব বা প্রমা। যেমন যেখানে রজত আছে সেখানে যদি 'ইদং রজতম্' এরূপ অনুভব হয়, তাহলে সেই অনুভব হবে যথার্থ অনুভব বা প্রমা।

আবার যেখানে ঘট আছে সেখানে ‘এটি ঘট’ (অয়ং ঘটঃ’) এরূপ অনুভব হলে তা হবে যথার্থ অনুভব বা প্রমা। সাধারণভাবে বলা হয়, ‘অয়ং ঘটঃ’ - এই জ্ঞানটি ঘটবিষয়ক। কিন্তু ন্যায় মতে, এই জ্ঞানে কেবলমাত্র ঘটই বিষয় হয়নি, ঘটত্বও বিষয় হয়েছে। এই জ্ঞানে ঘট বিষয় হয়েছে বিশেষ্যরূপে, ঘটত্ব বিষয় হয়েছে প্রকার বা বিশেষণ রূপে। যদিও প্রকারকেই বিশেষণ বলা হয়, তাহলেও তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিশেষণ বস্তুর ধর্ম। প্রকার কিন্তু তা নয়। একটি জ্ঞানের ক্ষেত্রেই কোন কিছুর বিশেষ্য বা প্রকাররূপে জ্ঞান হয়। বিশেষ্য জ্ঞানের সেই অংশ যা কিছুর দ্বারা বিশেষিত। প্রকার জ্ঞানের সেই অংশ যা এই বিশেষ্যকে অন্য বিশেষ্য হতে বিশেষিত বা পৃথক করে। ঘট স্থলে ‘অয়ং ঘটঃ’ এরূপ অনুভব ঘটবিশেষ্যক ঘটত্বপ্রকারক অনুভব। এই অনুভবই যথার্থ বা প্রমা। এই অনুভবের বিশেষ্য ঘটে যে ঘটত্ব ধর্ম (তৎ) আছে, অনুভবে সেই ঘটত্ব ধর্মই (তৎ) প্রকার হওয়ায়, এই অনুভব ‘তদ্‌বতি তৎপ্রকারক’ অনুভব।

অন্যভাবে বলা যায়, অনুভবে যে ধর্ম প্রকার হয় অনুভবের বিশেষ্যে যদি সেই ধর্ম থাকে, তাহলে সেই অনুভব প্রমা। ঘটস্থলে 'অয়ং ঘটঃ' এরূপ যে অনুভব, তা প্রমা বা যথার্থ অনুভব। এই অনুভবের বিষয় ঘট হচ্ছে উক্ত অনুভবের বিশেষ্য এবং ঘটত্ব হচ্ছে প্রকার। ঘটত্ব ধর্মটি বস্তুত ঘটে আছে। ঘট(বিশেষ্য) ঘটত্ব ধর্মের (প্রকার) অধিকরণ হয়েছে। প্রমার লক্ষণস্থিত 'তৎবৎ' পদের অর্থ অধিকরণ। তাই বলা হয়েছে, সেই অনুভবই প্রমা যে অনুভবের বিশেষ্য প্রকারের অধিকরণ হয়। ঘটস্থলে 'অয়ং ঘটঃ' এরূপ অনুভবে যে ঘটনিষ্ঠ বিশেষ্যতা আছে, তার উক্ত বিশেষ্যতা নিরূপিত ঘটনিষ্ঠ প্রকারতাও আছে। তাই ঘটস্থলে 'অয়ং ঘটঃ' এরূপ অনুভব যথার্থ অনুভব বা প্রমা।

এখানে আমাদের একটি কথা মাথায় রাখতে হবে অন্নংভট্ট কিন্তু যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা না বলে যথার্থ অনুভবকে প্রমা বলেছেন। যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা বললে যথার্থ স্মৃতিতে উক্ত প্রমা লক্ষণের অতিব্যাপ্ত হয়ে যেত। কারণ, যথার্থ স্মৃতি যথার্থ জ্ঞান বলে তাতে লক্ষণ সমন্বয় হত। কিন্তু ন্যায় মতে, স্মৃতি যথার্থ বা অযথার্থ যাই হোক না কেন, তা প্রমা নয়। প্রকৃতপক্ষে যথার্থ অনুভবত্বই প্রমার লক্ষণ।

অন্নংভট্ট দীপিকাটীকাতে তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত প্রমা লক্ষণের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, প্রমার লক্ষণ 'অয়ং ঘটঃ' - এই প্রমা স্থলে প্রযোজ্য হলেও 'ঘটে ঘটত্বম্' - এই প্রমা স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয় না। কারণ 'ঘটে ঘটত্বম্' এই বাক্যের অর্থ হল 'ঘটত্ব ঘটে আছে' ('ঘটত্বং ঘটবৃত্তিঃ')। এই অনুভবে ঘটত্ব বিশেষ্য, এবং ঘট প্রকার হয়েছে। প্রমার লক্ষণে বলা হয়েছে - প্রকার বিশেষ্যে থাকবে, বিশেষ্য হবে প্রকারের অধিকরণ। কিন্তু ঘট (এক্ষেত্রে প্রকার) ঘটত্বে (এক্ষেত্রে বিশেষ্য) থাকে না। ঘটত্ব ঘটের অধিকরণ হয় না। বরং ঘটত্বই ঘটে থাকে, ঘটই ঘটত্বের অধিকরণ হয়। সুতরাং 'ঘটে ঘটত্বম্' স্থলে বিশেষ্য প্রকারের অধিকরণ না হওয়ায় প্রমার লক্ষণ এই স্থলে প্রযোজ্য হবে না। ফলে লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হবে।

দীপিকাটীকাতে স্বয়ং অন্নংভট্ট এই সমস্যার সমাধান করেছেন। তাঁর মতে, প্রমার লক্ষণের বিরুদ্ধে অব্যাপ্তির আপত্তি যথার্থ নয়। কারণ, প্রমার লক্ষণস্থিত 'তদ্‌বৎ' পদের অন্তর্গত 'বৎ' এর অর্থ অধিকরণ নয়। 'তদ্‌বৎ' এর বিবক্ষিত অর্থ হল 'যত্র যৎ সম্বন্ধঃ অস্তি তত্র তৎ সম্বন্ধানুভবঃ' - অর্থাৎ 'যেখানে যে সম্বন্ধ থাকে সেখানে সেই সম্বন্ধের অনুভব হলে সেই অনুভব হবে প্রমা'। অর্থাৎ 'তদ্‌বৎ' বলতে বুঝতে হবে - অনুভবে যা বিশেষ্য হয়েছে, তার সঙ্গে প্রকারের কোন সম্বন্ধ থাকবে। ঘটত্ব ঘটে থাকে। ঘটত্বের সাথে ঘটের সম্বন্ধ আছে। এর বিবক্ষিত অর্থ হল - ঘটত্বের সাথে ঘটের যেমন কিছু সম্বন্ধ আছে, তেমনি ঘটেরও ঘটত্বের সাথে কোন না কোন সম্বন্ধ থাকবেই। ঘটত্ব যেমন ঘট সম্বন্ধী, ঘটও তেমনি ঘটত্ব সম্বন্ধী হয়। ঘটত্বে ঘট থাকে না বটে, কিন্তু ঘটত্বে ঘটের সম্বন্ধ থাকায় 'ঘটে ঘটত্বম্' - এরূপ অনুভবকে প্রমা বলা যায়। ঘটে ঘটত্ব যেমন সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তেমনি ঘটত্বেও ঘট অধেয়তা সম্বন্ধে থাকে। সম্বন্ধত্ব বাদ দেওয়ার জন্য প্রমা লক্ষণের বিরুদ্ধে উক্ত অব্যাপ্তির আপত্তি উঠেছিল।

সুতরাং বলা যায় প্রমার লক্ষণটিকে যদি সহজ করে এভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ ‘একটি বস্তু সাথে অন্য আর একটি বস্তুর সম্বন্ধ থাকলে, সেখানে যদি এরূপ অনুভব হয় যে, দ্বিতীয় বস্তুটি এই অনুভবে প্রকার হয়েছে, তাহলে এই অনুভব হবে যথার্থ’। প্রমার এই লক্ষণ - ‘ঘটে ঘটত্বম্’ স্থলে যেমন প্রযোজ্য হবে, তেমনি ‘অয়ং ঘটঃ’ - এই স্থলেও প্রযোজ্য হবে। ‘অয়ং ঘটঃ’ এই অনুভব স্থলে ঘটত্ব প্রকার যেমন ঘটে থাকে, তেমনি ঘটত্বের সাথে সম্বন্ধও ঘটে থাকে। সুতরাং ‘তদ্‌বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ’ প্রমার এই লক্ষণটি যথার্থ।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ